

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪১৪/০৮ অক্টোবর ২০০৭

নং ২২ (মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯ আশ্বিন, ১৪১৪ বাং/  
০৪ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে  
প্রকাশ করা হলো।

অধ্যাদেশ নং ২২, ২০০৭

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং  
আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে  
প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা ৩ এর প্রতিস্থাপন।—ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩ এবং উহার উপাস্তটীকার পরিবর্তে উপাস্তটীকাসহ ধারা ৩ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“৩। সমবায় ব্যাংক এর ক্ষেত্রে আইনের কতিপয় ধারার সীমিত প্রয়োগ।—ধারা ৪৪ ও ৪৫ ব্যতিরেকে এই আইনের অন্য কোন বিধান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অথবা সমবায় ব্যাংক সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সমবায় ব্যাংক বা সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।”।

৩। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর দফা (ক) এর “১৩ (৪)” সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “১৩(৩)” সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর “অন্য কোন কোম্পানী” শব্দগুলির পরিবর্তে “অন্য কোন কোম্পানী কিংবা প্রতিষ্ঠান” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “নতুন ব্যাংক, বিশিষ্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল একশত কোটি টাকা” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল দুইশত কোটি টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত “কোন ব্যাংকের জন্য” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত “(৪)” বন্ধনী ও সংখ্যার পরিবর্তে “(৩)” বন্ধনী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ তিনটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৬), (৭) ও (৮) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(৬) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) এর অধীন আমানতকারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত পরিচালক ব্যতিরেকে কোন ব্যাংক-কোম্পানীতে ১৩ (তের) জনের অধিক পরিচালক থাকিবে না।

(৭) কোন পরিবারের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে কোন ব্যাংক-কোম্পানীর—

(ক) শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হইতে অনধিক দুইজন পরিচালক থাকিতে পারিবে; এবং

(খ) অনধিক শতকরা পাঁচ ভাগ শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন পরিচালক থাকিতে পারিবে।

(৮) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন ব্যাংক-কোম্পানীর কোন পরিচালকের পদ ত্যাগ করা আবশ্যিক হইলে পরিচালকগণের মধ্য হইতে কোন্ পরিচালক উক্ত পদ ত্যাগ করিবেন তাহা পরিচালকের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে এবং পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে তাহা পরিচালক পর্যদের সভায় লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পরিবারের সদস্য হিসাবে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই ও বোন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইবেন।”।

৭। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫কক এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫কক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫কক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১৫কক। পরিচালক পদের মেয়াদ, ইত্যাদি।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যতীত অন্য কোন পরিচালক একাধিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন পরিচালক একাধিক্রমে দুই মেয়াদে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী একটি মেয়াদ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে পুনঃ নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার সংগে সংগে তাহার পরিচালক পদ শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন একটি মেয়াদের আংশিক মেয়াদ পূর্ণ মেয়াদ হিসাবে গণ্য হইবে।”।

৮। ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৭) এই ধারার অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।”।

৯। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত “ঋণ প্রদানের জন্য ধার্যকৃত সুদের হার সর্বোচ্চ” শব্দগুলির পরিবর্তে “ধার্যকৃত” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১০১ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ১০১ বিলুপ্ত হইবে।

১১। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১০৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর “তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন” শব্দগুলি এবং সংখ্যার পরিবর্তে “তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অনূন্য দুই লক্ষ টাকা এবং অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বঙ্গবী প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (খ) উপ-ধারা (২) এর অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অনূন্য দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (৩) এর "অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অনূন্য এক লক্ষ টাকা এবং অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঘ) উপ-ধারা (৪) এর "অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি উক্ত অসম্মতি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত অসম্মতির প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি এবং কমাগুলির পরিবর্তে "অনূন্য দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি উক্ত অসম্মতি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত অসম্মতির প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনূন্য পাঁচশত টাকা এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি এবং কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঙ) উপ-ধারা (৬) এর "অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং যদি এই ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতার প্রথম দিনের পর প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনূন্য দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি এই ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতার প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনূন্য পাঁচশত টাকা এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি এবং কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (চ) উপ-ধারা (৭) এর "অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লংঘনের প্রথম দিনের পর প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি এবং কমাগুলির পরিবর্তে "অনূন্য দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লংঘনের প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনূন্য পাঁচশত টাকা এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলি এবং কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা ১১১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১১১। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি।—(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ কেবল সেশনস আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ছাড়া এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করা যাইবে না।”।

১৩। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ১১৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১১৬। ব্যাংক-কোম্পানীর নাম পরিবর্তন।—কোম্পানী আইনের ধারা ১১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন আপত্তি নাই এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ব্যাংক-কোম্পানীর নাম পরিবর্তনের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।”।

তারিখ : ২৩-০৬-১৪১৪ বঙ্গাব্দ  
০৮-১০-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

রষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল

ভারপ্রাপ্ত সচিব।